দৈনিক খবর

তারিখ ... 06 FEB 1990
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬ ...

ঐতিহাসিক সন্তোষ ভবন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

ঐতিহাসিক সন্তোষ ভবন ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে

॥ ...পেল মাহমুদ সাথী ॥

...ভবন ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের একশ' ছয় বছরের গৌরবময় ইতিহাসের একটি অংশ ধসে পড়েছে। সন্তোষ ভবন ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে বহুতল বিশিষ্ট একটি অডিটোরিয়াম নির্মাণের জন্যে। উল্লেখ্য, ছাব্বিশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনারত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্ববৃহৎ বিদ্যাপীঠটিতে কোন অডিটোরিয়াম নেই। অনেকেরই অভিমত, ঐতিহাসিক ভবনটি না ভেঙ্গে অন্য কোথাও অডিটোরিয়াম করা যেত। কিন্তু অপরদিকে প্রশ্ন দাঁড়ায়, মাত্র ৯ একর বিশিষ্ট ক্যাম্পাসে জায়গা কোথায়?

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করার সময় ডান পাশের দো-তলা হলুদ বিল্ডিংটিই সন্তোষ ভবন বলে পরিচিত। এতে এতদিন অফিস এবং কর্মচারীদের বাসভবন ছিল। ভবনটির ওপর পাঁচটি এবং নিচে চারটি কক্ষ বিদ্যমান ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, এই সন্তোষ ভবনটির ইতিহাস এমনকি নাম পর্যন্ত অনেকে জানেন না। জানলে হয়ত তা না ধ্বংস করে অন্যত্র অডিটোরিয়াম নির্মাণের বিকল্প চিন্তা-ভাবনার অবকাশ মিলত।

জানা যায়, টাঙ্গাইলের ইতিহাসে সন্তোষ জমিদার বংশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিদ্যোৎসাহী এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে তাঁদের কোন তুলনা ছিল না। শিক্ষা প্রসারের জন্য তাঁরা সন্তোষ জাহ্নবী হাইস্কুল, টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী বালক-বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ আরো অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থদান করেছেন। চিকিৎসার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন সন্তোষ হাসপাতাল, দ্বারোকানাথ হাসপাতাল এবং দীননাথ পশু চিকিৎসালয়। খেলাধুলায়ও তাঁদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। সন্তোষ জমিদার বংশের দুজন অনন্য পুরুষ হলেন মন্মথনাথ রায় চৌধুরী এবং প্রমথনাথ রায় চৌধুরী। প্রমথনাথ রায় চৌধুরী ছিলেন ভারতবর্ষের অন্যতম সাহিত্যিক এবং নাট্যকার। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও পরিচিতি পেয়েছিলেন। তাঁর রচিত কতক গ্রন্থের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১। পদ্মা (১৮৯৮), ২। দীপালী (১৯০১), ৩। আরতি (১৯০২), ৪। গৌরাঙ্গ (১৯০৩), ৫। গাথা (১৯০৫), ৬। যমুনা (১৯০৫), ৭। গৈরিক (১৯১৩), ৮। পাথার (১৯১৪), ৯। পাথেয় (১৯১৬), ১০। লীলা (১৯৩০), ১১। স্মরণ (১৯৩৭), ১২। ভাগ্যচক্র (?), ১৩। চিতোরোদ্ধার (১৯১৫), ১৪। দিল্লী অধিকার (১৯২৪), ১৫। আক্কেল সেলামী (?) প্রভৃতি।

মন্মথনাথ রায় চৌধুরী যদিও তেমন বড় সাহিত্যিক ছিলেন তবু তিনি ছিলেন সাহিত্য এবং সাহিত্যিকের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। দেশের শিক্ষা বিশেষ করে হিন্দু শিক্ষা প্রসারে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে। তাঁর আমলে টাঙ্গাইল অঞ্চলে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসটি ইংরেজীতে অনুবাদ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। যা তখন গুণীজনদের কাছে বেশ সমাদৃত হয়েছিল। ক্রীড়াঙ্গনেও তিনি অমর হয়ে আছেন। ফুটবল খেলা প্রচলন এবং জনপ্রিয়তার পেছনে তাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি কয়েকবার আইএফএ-র সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর অমর দানেই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে সন্তোষ ভবন নির্মিত হয়েছিল। তখন জগন্নাথ সমস্ত ভারতবর্ষের একটি শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে পরিচিত ছিল। প্রাক্তন ছাত্র, শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ ভবতোষ দত্তের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, তখন জগন্নাথে যেসব শিক্ষকরা ছিলেন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েও তা ছিল না। শিক্ষা ছাড়াও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও উক্ত বিদ্যাপীঠের ভূমিকা ছিল কিংবদন্তীর মত। এসব কিছু বিবেচনা করেই মন্মথনাথ ভবনটি নির্মাণ করে দেন। তিনি সন্তোষ পরগনার জমিদার ছিলেন বলেই পরবর্তীতে ভবনটির নামকরণ সন্তোষ ভবন হয়। ভবনের গায়ে একটি শ্বেতপাথরে লেখা ছিল-

SANTOSH HOUSE
THE BUILDING WAS
PRESENTED BY
RAJA MANMATHA NATH
RAY CHOWDURY
OF SANTOSH AS A MARK
OF HIS DEVOTION
TO THE CAUSE OF
EDUCATION.

একজন বিদ্যুৎসাহী ব্যক্তিত্বের অমর কীর্তি সন্তোষ ভবনটি যেহেতু ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, সেহেতু তা রক্ষা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অপরদিকে বিদ্যাপীঠটিতে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অডিটোরিয়াম প্রতিষ্ঠা করা খুবই প্রয়োজন। কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি ছাড়াও সাংস্কৃতিক দলের সংস্কৃতিচর্চার জন্য তার প্রয়োজন অত্যাধিক। তবে এখানে একটি আবদার করা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না, নির্মিত বহুতল বিশিষ্ট অডিটোরিয়ামটির নাম 'মন্মথনাথ মিলনায়তন' রাখা হোক। সন্তোষ ভবন ধ্বংসের মাধ্যমে তার সৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেলেও মন্মথনাথ অডিটোরিয়ামের মাধ্যমে তিনি যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবেন।

আজকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের এই উত্থানের পেছনে তাঁর ভূমিকা অর্থাৎ দান কখনো ছোট করে দেখা যায় না। আর তা করা হলে শুধু অকৃতজ্ঞতার পরিচয়ই দেয়া হবে। কলেজ কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

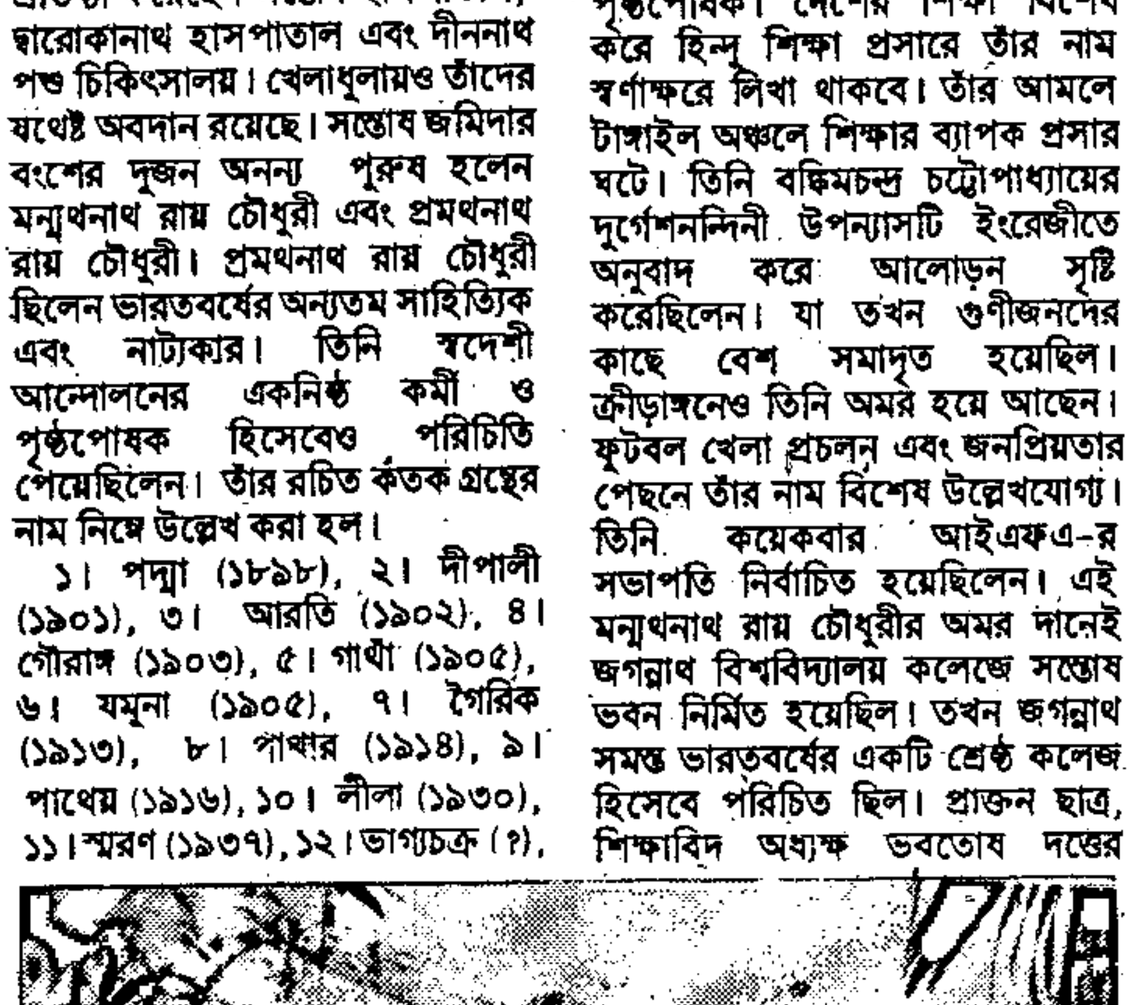

সন্তোষ ভবনের ধ্বংসস্তূপ